জাগো২৪

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের ভাল-মন্দ বার্তা

www.jago24.in দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩, আশ্বিন - কার্তিক ১৪৩০ www.jago24.in

পৌরপিতার পুজার উপহার

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গত ১৭ ই অক্টোবর বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জি মহাশয় তাঁর ওয়ার্ডের ৫০০ জন মা বোনকে দূর্গা পূজা উপলক্ষে তাঁতের শাড়ি প্রদান করলেন। এলাকার মা বোনেদের উপহারস্বরূপ এই শাড়ি তুলে দিয়ে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী প্রমাণ করলেন, তিনি প্রকৃতই একজন "মানবচেতা পৌরপিতা"

ডেঙ্গু অভিযান মিছিল

বিধাননগর পৌরনিগমের পরিচালনায়, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধান ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার বিরুদ্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ডেঙ্গু সচেতনতা মিছিল অনুষ্ঠিত হলো ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে। উপস্থিত ছিলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীসহ বিধাননগর পৌরনিগমের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

২৪শে দুয়ারে সরকার

গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর বিধাননগর পৌরনিগমের পরিচালনায়, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হলো দুয়ারে সরকার প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানের শিবির, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস পার্শ্বস্থ ট্যাক্স অফিস প্রাঙ্গনে।

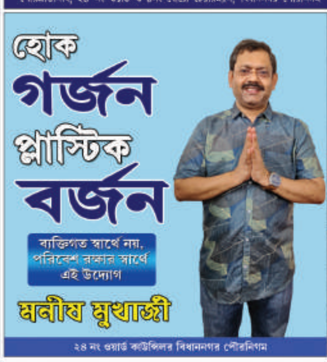

সম্পাদকীয়

কলমে বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

বাঙালির দুর্গাপুজো,,,,

ব্যাক্তিগত জীবনে আমরা সকলেই আপন কাজ ও সমস্যা নিয়ে ব্যাস্ত।উৎসব মানে সেই সমস্ত ব্যস্ততাকে দূরে সরিয়ে সবাই মিলে একসাথে আনন্দে মেতে ওঠা।কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, এখান থেকেই বোঝা যায় বাঙালি কতখানি উৎসবপ্রিয়। তাইতো কবিগুরু বলে গেছেন "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দিন একাকী কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।"

উৎসব হলো আনন্দময় অনুষ্ঠান।আর আমরা বাঙালিরা উৎসব প্রিয়।উৎসবের মধ্যেই রয়েছে বাঙালির আনন্দ। তাই বাঙালির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ বার বার ঘনিয়ে এলেও বাঙালির আনন্দস্রোতে ভাটা কখনো পড়েনি। বাঙালি নানান রঙে বার বার সাজিয়েছে তার উৎসবের ডালি।উৎসবের দিনের আনন্দের মুহূর্ত গুলোকে বাঙালি ছড়িয়ে রেখেছে তার বিস্তৃত জীবনের আঙিনায়।

বাঙালি ঘরকুনে" এ অপবাদ আমাদের সকলেরই জানা কিন্তু তাই বলে বাঙালি কখনই আত্মকেন্দ্রিক নয়। আত্মকেন্দ্রিক মানে আপনাতে আপনি বদ্ধ।কিন্তু বাঙালি যদি আপনাতে আপনি বদ্ধ হতো তাহলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ হতনা। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক,আমার আনন্দ আরো পাঁচ জন উপভোগ করুক - এই কল্যাণী ইচ্ছাই হলো উৎসবের প্রাণ।সকল বাঙালির মনে এই ইচ্ছে আছে বলেই সবাই মিলেমিশে উৎসবে মেতে উঠে।

পৌরপিতা

শ্রী মনীষ মুখার্জীর

"আমার কথা"

দুই পৃথিবীর শারদোৎসব

বছর কয়েক আগে একবার আমার শখ হয়েছিল গ্রামের পুজো কেমন হয় দেখতে যাব। অনেক কথা শুনেছিলাম। পুজো হয় সনাতনী পদ্ধতিতে। মূর্তি গড়া হয় গ্রামবাংলার চিরায়ত ঢঙে। দুর্গার মুখ দুর্গার মতোই দেখতে হয়। চিত্রতারকা সুচিত্রা সেন বা রেখার মুখের ছাঁদে গড়া হয় না। ঢাকঢোল বাজে, মাইক বাজে না। রাত কাবার করে যাত্রার অনুষ্ঠান হয়, কবির লড়াই হয় ইত্যাদি। এইসব দেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে এক অষ্টমীর দিন আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম ইলামবাজারে। দশ-বারোটি গ্রামে ঢুকলাম এবং বেরোলাম।

চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না — কোথাও উৎসবের চিহ্নমাত্রও নেই। কোথাও কোনও পুজোমণ্ডপ নেই, কোথাও নেই সাজপোশাক করা নরনারী-শিশুর ভিড়। সাধারণ অবস্থায় নিজের গবেষণার কাজে ওইসব গ্রামে আগে অনেক ঘুরেছি। সেই অবস্থায় পথেঘাটে মানুষজন যেরকম দেখেছি অষ্টমীর দিন তার তুলনায় মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে সব। খোঁজ নিয়ে জানলাম, গ্রামের লোক সব বোলপুরে গিয়েছে পুজো দেখতে। প্রায় একই অভিজ্ঞতা হলো পরদিন আরেকটি অঞ্চলে। নবমীর দিন — কিন্তু উৎসবের আনন্দ দূরের কথা, সাধারণ যে-কোনও দিনের চেয়েও অনেক বেশি যেন নিরানন্দ চতুর্দিকের আবহাওয়া। এক-আধজন লোক মলিন বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তফাতের মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা ছোটখাটো জনসমাবেশ পাওয়া গেল। একটার পর একটা পাঁঠাবলি হচ্ছে। ভিড় করে সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখছে। কিন্তু তাদেরও চোখে-মুখে পোশাকে-আশাকে আর যা-ই থাক উৎসবের আনন্দের কোনও ছিঁটেফোঁটা ছাপও নেই। অনাহারক্লিষ্ট মলিন-বেশ দুঃস্থ কিছু ব্যক্তি অসুস্থ কৌতূহল চরিতার্থ করছে। এরপর আমি অন্যান্য জেলাতেও পুজোর সময় গ্রামে ঘুরে দেখেছি। সর্বত্রই একই নিরানন্দ চিত্র। খোঁজখবর করে কোনও কোনও বড় গ্রামে পুজোর সন্ধান পেয়েছিলাম। তাদের অধিকাংশ সার্বজনীন নয়, পারিবারিক।

কোনও বড়লোকের বাড়িতে বড় প্রতিমা। কোনও অসচ্ছল পরিবারের আঙিনায় শুধু ছবি দিয়ে কাজ সারা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিমা একেবারেই একা পড়ে রয়েছে। হয়তো-বা এক-আধজন পুরুত আছেন। কিন্তু ভিড় করে উৎসবের সাজে সজ্জিত নারী-পুরুষ-শিশুর ভিড় কোথাও নেই। গ্রাম ছেড়ে যখন আঞ্চলিক শহরে প্রবেশ করেছি তখন অবশ্যই অন্য চিত্র। চোখ-ধাঁধানো নিয়নবাতি, কান-ফাটানো হিন্দি গান, রাস্তায় সুসজ্জিত নরনারীর ভিড়ে পথ চলা দায়। অলিতে গলিতে আনাচে কানাচে এক বর্গমাইলে চার-পাঁচ-ছটা করে পুজোর মণ্ডপ। কলকাতার সঙ্গে এই ব্যাপারে তাল রেখে চলেছে মফস্বলের শহরগুলি।

আমরা বাস করি শহরে, গ্রাম নিয়ে কথা বলি। কিন্তু গ্রামের খবর কতটুকুই-বা রাখি? গ্রামবাংলা থেকে পুজো জিনিসটা উঠেই গিয়েছে, এতবড় একটা খবর আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। অনেককাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সমস্ত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সব রক্ত এসে যদি মুখে জমা হয় তো তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না। কিন্তু তখনও বোধহয় দুর্গাপুজোর মতো একটা লোকউৎসব গ্রামজীবন থেকে তিরোহিত হয়নি। তখনও লেখা হয়েছিল, "আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।"

চোখের জল রেখেই বিদায় জানাতে হয় মা দুর্গাকে। আবারও অপেক্ষা করতে হবে একটা বছর। শুরু হবে দিন গোনার পালা। তা দুর্গাপুজো কবে আসবে, কবে আসবে - এক বছর ধরে অপেক্ষা চলছিল। কিন্তু আসতে না আসতেই যেন মা দুর্গাকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। চোখের নিমেষে কেটে গেল চারদিন। এবার তো মা'কে বিদায় জানানোর পালা। মা যাওয়ার আগে আমাদের জীবন নিয়ে যে শিক্ষন দিয়ে যান তা আমি নিজের মতোন করে এই জাগো ২৪ পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম।

জীবন□মানে হলো যুদ্ধ, যদি আপনি লড়াই করতে পারেন। জীবন মানে সংগ্রাম, যদি আপনি করতে পারেন। জীবন মানে স্বপ্ন, যদি আপনি গড়ে তুলতে পারেন। জীবন মানে খেলা, যদি আপনি খেলতে পারেন। জীবন মানে কষ্ট বা দুঃখ, যদি আপনি না সইতে পারেন। জীবনের মানে হারিয়ে যাওয়া, যদি আপনি সঠিক ভাবে ধরে না রাখতে পারেন। জীবন মানে অনেক বেশি ভালোবাসা, যদি আপনি বাসতে পারেন। জীবনের মানে হলো জীবন, যতি আপনি সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন।

জীবনের মানে স্তব্ধতা, যদি আপনি বলতে না পারো। জীবন মানে সুখ শান্তি, যদি আপনি জীবনকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারেন। শেষে বলতে হয়, জীবন মানে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা যেখানে শুধু নিজেকে ভালো থাকার অভিনয় করে যেতে হয়। কিন্তু, আপসোস ভালো থাকা আর কোনো দিন হয় না। বাস্তব রূপে জীবন মানে ব্যাথা বেদনা আর বেঁচে থাকার সপ্নের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার জন্য আমরা সবাই দিনের পর দিন চেষ্টা করে যাচ্ছি।

"শারোদৎসব"

যতদূর চোখ যায় শৈশবের উৎসবের যে কয়টি সমারোহছটা
তার ভরকেন্দ্রে আছে শারদীয়া দূর্গা পুজা
পিছু ফিরলে স্পষ্ট শোনা যায়
উদ্দাম ঢাকের শব্দ; চোখ বুঁজলে স্পষ্ট দেখা যায়-
সর্বাঙ্গ ভূষণা দেবী আকর্ণ দীঘল সুলোচনা!

একটিই নববস্ত্র, গুণমান সবচেয়ে সেরা-
তাই পরে আটবেলা মন্ত্রমুগ্ধ উৎসবে মেতেছি!
কতবার ঘরবার আর দেবীমুখে চেয়ে থাকা!
ভোর থেকে রাত্রির স্বর্ণপ্রসূ পাঁচটি প্রহর!

ভোরের স্বপ্নফুলে সজ্জিত দেবীমাতা
রৌদ্রী দ্বিপ্রহরে আভাময়ী
সন্ধ্যার আরতি-ধূমে এ কোন রহস্যময়ী
নবমীর সাঁঝে চোখে জল...
স্পষ্ট চোখ ভরে দেখে আমূল কেঁপেছি!

বিজয়ার ভোর থেকে দুঃখ ঝেঁপে খাদ্য-উৎসব
বাঙালীর মর্মরিত মধুময় গৃহকোন থেকে উঠে আসে
সুস্বাদের, সুঘ্রানের, স্মৃতি-স্বপ্নের; আর সমৃদ্ধি সুখের...
বিষাদ - বিয়োগ ভুলে বিসর্জনে মত্ত হয়েছি
সুরা - খাদ্যে - আলিঙ্গনে তমসার ছিন্নচ্ছদে দুর্গানাম লিখে...

'সে আজিকে হল কতকাল -
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল।'

মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায়
AC-255, Rabindra Pally, Kestopur, Kolkata

বিজন আলোয়

রাজরূপা-সাহা
-এডি-২১১-রবীন্দ্র-পল্লী-কেষ্টপুর

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, ছয় ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি জোনে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য মশা প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয় গতবারের মতো এবারেও আমরা ডেঙ্গু মুক্ত ২৪ নম্বর ওয়ার্ড গলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।

ডেঙ্গু সচেতনতা অভিযান

ডেঙ্গু রোধ করতে পারে একমাত্র মানুষদের সচেতন মন। সেই মনকে জাগরিত করার জন্য ডেঙ্গু সার্ভে করার মহিলারা মিছিল করলেন ডেঙ্গু সচেতন অভিযানের। এই মিছিলের দ্বারা তারা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধের সচেতন বার্তা। এই মিছিল সদা সার্থকভাবে মানুষ গ্রহণ করেছেন এবং পূর্ণ সমর্থন করেছে।

২৪শে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা

প্রতিদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যস্ততম ড্রেনগুলি এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয় যার ফল স্বরূপ বর্ষাকালে এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আর জল দাঁড়ায় না। বর্তমান সময়ে নিকাশি ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ নিয়েছে। অতীতের মত জল জমে থাকা বর্তমানে এই ওয়ার্ডে স্বপ্নস্বরূপ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এলাকায় ব্লিচিং পাউডার

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কনজারভেন্সি কর্মীরা ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে জোরকদমে ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার কাজ করছেন। সমগ্র অঞ্চলে রোটেশন পদ্ধতিতে এই ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়

নবচেতা পৌরপিতার নব রাস্তা নির্মান

নোনাপুকুর অঞ্চলে ঢাকা নর্দমা সহ ঢালাই রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ করলেন সেই নতুন রাস্তা তৈরির কাজ। আমাদের পৌর পিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী কথা দিয়েছিলেন যে, এলাকার মানুষদের এই রাস্তাটি তিনি তৈরী করে দেবেন এবং 'কথা দিলে কথা রাখি' এই বাক্যটি তিনি সর্বদা মেনে চলেন। এই রাস্তা তৈরির ফলে এখানকার বসবাসকারী মানুষদের যাতায়াত করতে অনেক সুবিধা হবে। সাথে এখানে নামকরা দুটি শিশুদের স্কুলও আছে তাঁদেরও অনেক সুবিধা হবে।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জি, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

পৌরপিতার শুভ জন্মদিন পালনোৎসব

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নব রূপকার মানবদরদী ও জনদরদী পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর শুভ জন্মদিন আয়োজিত হল গত ৩ রা অক্টোবর, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন অঞ্চলে। ওয়ার্ডের হাজার হাজার মানুষ তাঁর জন্মদিনে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা জানালেন তাদের ঘরের ছেলে, তাঁদের প্রিয় পৌরপিতা কে। ওয়ার্ডের মানুষজন তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন অভিভাবক সম তাদের প্রিয় পৌরপিতাকে।

শারদোৎসবে পৌরপিতা

১. প্রফুল্লকানন (পূর্ব)বালকবৃন্দ। ২. ৭নং খেয়াঘাট পল্লী দুর্গাপূজা কমিটি। ৩.কৃষ্ণপুর রবীন্দ্রপল্লী সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড কালচারাল সোসাইটি। ৪. দক্ষিন রবীন্দ্রপল্লী সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি। ৫. রবীন্দ্রপল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। ৬. কমল পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। ৭. কমলপার্ক নীল গগন অ্যাপার্টমেন্ট। ৮. অনুরূপা পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। ৯. রবীন্দ্রপল্লী 'একত্রিতা'। ১০. রবীন্দ্রপল্লী বিবেকানন্দ স্পোটিং ক্লাব। ১১. রবীন্দ্রপল্লী 'একত্রিত'। ১২। গীতাঞ্জলি পথ নাগরিক সংসদ।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে শারদোৎসবে মাতৃ আরাধনায় যে সকল ক্লাব নিজেদের নিয়োজিত করেছেন সেই সকল ক্লাবে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী মাতৃ প্রতিমা উন্মোচন এবং প্যান্ডেল উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রফুল্ল কানন পূর্ব বালক বিন্দু ক্লাবে মাতৃ প্রতিমা উদ্বোধন করেন সাংসদ শ্রী সৌগত রায় এবং উপস্থিত ছিলেন শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী সহ বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শ্রীমতি পাওলি দাম।

টক শো 'মন খুলে মনের কথা'

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর সাথে সাধারণ মানুষের সরাসরি লাইভ টক শো অনুষ্ঠিত হলো গত রবিবার। যেখানে ওয়ার্ডের উন্নয়নের বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনা এবং খোলামেলাভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন পৌরপিতা নিজে।

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানবদরদী পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুঃস্থ মানুষদের সেবায় একটি প্রকল্পের আয়োজন করেছিলেন বিগত বছর। যার নাম মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। সেই প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে সারা মাসের রেশন প্রদান করেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী।

জাগো ২৪ এর জনসংযোগ যাত্রা

পৌরপিতা এবং সাধারণ মানুষের সৌহার্দ্য এবং ভালো মন্দের আদানপ্রদানের সেতু বন্ধনের লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে চলে জনসংযোগ যাত্রা। সাধারণ মানুষের সাথে কথোপকথন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনো সমস্যার প্রতিকার করেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী স্বয়ং।

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
দূরভাষ
৮৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াট্‌স অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াট্‌স অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ jagotwentyfour.official www.youtube.com/@jago24media Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি - ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত